



290821 - যবে নারী রমযানরে কাযা রোযা পালন করছলিনে তার বনে তাকে খাওয়ার দাওয়াত দলি তনি  
রোযা ভঙ্গে ফলেনে

প্রশ্ন

আমি আজ রমযানরে কাযা রোযা পালনরত ছলাম। আমাকে ইমাম সাদকেরে দাওয়াত দয়েয় আমি রোযা ভঙ্গে ফলেছে।  
এমতাবস্থায়, আমি কিসেই দিনরে সওয়াব পাব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

আলমেদরে সর্বসম্মতক্রমে রমযানরে কাযা রোযা রখে সটো ভঙ্গে ফলো জায়বে নই; তবে রোযা ভঙ্গ করার বধৈতা দয়ে  
এমন কোন ওজর থাকলে যমেন- অসুস্থতা; তাহলে ভনি কথ।

ইবনে কুদামা (রহঃ) "আল-মুগনি" গ্রন্থে (৩/১৬০) বলেন: "যে ব্যক্তি কোন ওয়াজবি আমল শুরু করছেন যমেন-- রমযানরে  
কাযা রোযা পালন, নরিদষ্টি বা অনরিদষ্টি মানত রোযা পালন কথিবা কাফফারার রোযা পালন; তার জন্য এ রোযা ভঙ্গ করা  
জায়বে নয়।... আলহামদু ললিলাহ; এ ব্যাপারে আলমেদরে মাঝে কোন মতভদে নই।"[সমাপ্ত]

এটা কোন ওজর নয় যে, কাউকে তার ভাই খাওয়ার দাওয়াত দয়িছেন। এটা নফল রোযা ভাঙ্গার বধৈতা দয়ে (অচরিই সে  
আলোচনা আসবে); রমযানরে রোযা, রমযানরে কাযা রোযা কথিবা মানতরে রোযার মত ফরয রোযা ভাঙ্গার বধৈতা নয়।।

পূর্ববোক্ত আলোচনার আলোকে: আপনার উপর রোযা ভাঙ্গার এ গুনাহ থেকে তাওবা করা ওয়াজবি; ফরয রোযা ভাঙ্গার  
কারণে সওয়াব পাওয়ার অপক্শা নয়। সর্ববোচ্চ এইটুকু বলা যতে পারে যে, না-জানার কারণে তার কফৈয়িত গ্রাহ্য হবে।

দুই:

যে ব্যক্তি নফল রোযা রখেছেন তাকে যদি নিম্নতরণ করা হয় তাহলে তনি ইচ্ছাধীন; রোযা ভাঙ্গতেও পারনে কথিবা রোযা  
অব্যাহত রখে নিম্নতরণকারীর জন্য দোয়াও করতে পারনে। কোননা নফল রোযা পালনকারী নিজইে নিজরে কর্তা। দললি  
হচ্ছে-- উম্মে হানি (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, "একদিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে



প্রবশে করে পানি চাইলেন। তিনি নিজি পানি পান করলেন এবং তাকও পানি দিলেন। তখন তিনিও পানি পান করেন। এরপর বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি তো রোযাদার ছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: নফল রোযাদার নজিহে নজিরে কর্তা। ইচ্ছা করলে রোযা সমাপ্ত করতে পারনে; আবার ইচ্ছা করলে রোযা ভঙেগে ফলেতে পারনে।"[আলবানী 'সহিহুল জামে' গ্রন্থে (৩৮৫৪) হাদিসটিকি সহিহ বলছেন]

উম্মুল মুন্নীন আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এসে বললেন: তোমাদের কাছে কোন কিছু আছে? আমরা বললাম: না। তখন তিনি বললেন: তাহলে আমি রোযাদার। এরপর অন্য একদিন আসলেন। আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের কাছে 'হাইস' (খজুরের সাথে ঘি ও পনিরের মিশ্রনে তরী খাবার) হাদিয়া পাঠানো হয়েছে। তখন তিনি বললেন: আমাকে দেখোও তো; আমি তো রোযা অবস্থায় দিন শুরু করছি। অতঃপর তিনি খিয়েছেন।"[সহিহ মুসলিম (১১৫৪)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যখন তোমাদের কাউকে নমিন্ত্রণ করা হয় তখন নমিন্ত্রণে হায়রি হও। যদি কেউ রোযাদার হয় তাহলে সে নমিন্ত্রণকারীর জন্য ক্షমা প্রার্থনা করবে। আর যদি রোযাদার না হয় তাহলে খাবার গ্রহণ করবে।"[সহিহ মুসলিম (১৪৩১)]

বাদিতপন্থীদের সাথে উঠাবসা করা ও তাদের নমিন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্পর্কে [102885](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

তনি:

আর আপনি জাফর সাদকে (রহঃ) সম্পর্কে যা উল্লেখ করছেন সটোর সত্যতা জানা যায় না। কোন অবস্থাতেই এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি ফরয রোযাকে উদ্দেশ্য করছেন। এক্ষত্রে রাফযেদের (শিয়াদের) গ্রন্থাবলি ধর্তব্য নয় এবং তারা আহলে বাইত সম্পর্কে যসেব কাহিনী বর্ণনা করে সেগুলোও ধর্তব্য নয়। কারণ রাফযেরি (শিয়াদের) হাদিস (রাসূলের বাণী, কর্ম, অনুমোদন) ও আছার (সাহাবী ও অন্যদের বাণী, কর্ম ও অনুমোদন) সম্পর্কে সবচয়ে বশি অজ্ঞঃ। তারা জাফর সাদকে সম্পর্কে যা কিছু বর্ণনা করে তার অধিকাংশই তাঁর নামে মথিযাচার। ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আহলে সুন্নাহদের সাথে রাফযেদের মতভেদে অনেক বশিাল।

আরও জানতে দেখুন: 113676 নং, 21500 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।